Sibani Mandal Mahavidyalaya
SIBANI MANDAL MAHAVIDYALAYA
ESTD. 2013
7980474105 • smmintrn2024@gmail.com
namkhanasibanimandalmahavidyalaya.in

শ্রীরামপুর ত্রয়ী এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অবদান

---

১. ভূমিকা (Introduction)

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে **শ্রীরামপুর ত্রয়ী** এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাঁরা ছিলেন তিনজন খ্রিস্টান মিশনারি—
উইলিয়াম কেরি (William Carey), জোশুয়া মার্শম্যান (Joshua Marshman) এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড (William Ward)।
শ্রীরামপুরে (বর্তমান হুগলি জেলা) বসবাস করে তাঁরা বাংলায় আধুনিক শিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং মুদ্রণ ও অনুবাদ কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এক স্থায়ী প্রভাব ফেলেন।

---

২. শ্রীরামপুর ত্রয়ীর পরিচয়

২.১ উইলিয়াম কেরি (William Carey)

- পেশায় ধর্মপ্রচারক ও ভাষাবিদ
- বাংলাভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য
- শিক্ষাকে সমাজসংস্কারের প্রধান মাধ্যম হিসেবে দেখতেন

২.২ জোশুয়া মার্শম্যান (Joshua Marshman)

- শিক্ষাবিদ ও সংগঠক
- শ্রীরামপুর কলেজের প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত পরিকল্পনায় মুখ্য ভূমিকা
- নারীশিক্ষার প্রবক্তা

২.৩ উইলিয়াম ওয়ার্ড (William Ward)

- মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক
- ছাপাখানা পরিচালনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা

---

৩. শ্রীরামপুর ত্রয়ীর শিক্ষাদর্শন

শ্রীরামপুর ত্রয়ীর শিক্ষাভাবনার প্রধান দিকগুলি ছিল—

- **মাতৃভাষায় শিক্ষা**
- ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি **লৌকিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা**
- শিক্ষা সকল শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া
- মুদ্রণ ও গ্রন্থপ্রকাশের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার

তাঁদের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নয়ন।

---

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রধান অবদান

৪.১ শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৮)

- ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে **শ্রীরামপুর কলেজ** প্রতিষ্ঠা
- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়
- সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পাঠদান

☞ এটি ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠানগুলির একটি যেখানে সমন্বিত শিক্ষা চালু হয়।

৪.২ মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার

- বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদ
- সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা সহজলভ্য করা
- বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

৪.৩ মুদ্রণ ও প্রকাশনা কার্যক্রম

- শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা
- বাংলা, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রণ
- পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, অভিধান প্রকাশ

☞ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এটি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৪.৪ অনুবাদ কার্যক্রম

- বাইবেলের বাংলা অনুবাদ
- পাশাপাশি বহু ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ অনুবাদ
- ভাষাশিক্ষা ও পাঠ্যক্রম উন্নত করা

৪.৫ নারীশিক্ষার প্রসার

- নারীশিক্ষার পক্ষে জোরালো অবস্থান
- মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ
- সমাজে শিক্ষার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি

৪.৬ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রম উন্নয়ন

- আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব
- পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ অন্তর্ভুক্তি

---

৫. শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

- বাংলায় আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন
- পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সংযোগ
- পরবর্তী সমাজসংস্কারক (রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ) প্রভাবিত
- ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

---

৬. সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা

- শিক্ষার সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য যুক্ত ছিল
- গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব সীমিত
- ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সহায়তায় কাজ

তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

---

৭. উপসংহার (Conclusion)

শ্রীরামপুর ত্রয়ী বাংলার শিক্ষা ইতিহাসে আধুনিকতার পথপ্রদর্শক। মাতৃভাষায় শিক্ষা, মুদ্রণ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা, এবং প্রাচ্য–পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমে তাঁরা বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাঁদের অবদান আজও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় স্মরণীয় ও প্রাসঙ্গিক।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা? তাঁদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান আলোচনা করো।
2. শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।
3. বাংলা ভাষা ও শিক্ষার বিকাশে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

নিচে **উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নকে Broad Questions (দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন)** হিসেবে বিবেচনা করে **বিশদ, বিশ্লেষণধর্মী ও পরীক্ষামুখী উত্তর** প্রদান করা হলো। এগুলি **UG / Semester পরীক্ষায় ১০–১৫ নম্বরের জন্য উপযোগী।**

---

১. শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা? তাঁদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান আলোচনা করো।

উত্তর :
শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী তিনজন খ্রিস্টান মিশনারিকে বোঝায়—**উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড**। তাঁরা শ্রীরামপুরে বসবাস করে শিক্ষা, মুদ্রণ ও ভাষা বিকাশের মাধ্যমে বাংলায় আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেন।

উইলিয়াম কেরি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদ। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর জোর দেন এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেন। জোশুয়া মার্শম্যান ছিলেন দক্ষ সংগঠক ও শিক্ষাপ্রশাসক। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা, পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা এবং নারীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে অগ্রদূত। তাঁর উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বাংলায় পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে।

তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রসারিত হয় এবং বাংলায় আধুনিক শিক্ষার ভিত মজবুত হয়। এই কারণে শ্রীরামপুর ত্রয়ীকে বাংলার আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ বলা হয়।

---

২. শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

উত্তর :
১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত **শ্রীরামপুর কলেজ** ছিল বাংলার তথা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই কলেজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার **সমন্বিত পাঠক্রম** চালু হয়। এখানে একদিকে সংস্কৃত, বাংলা ও ভারতীয় দর্শনের পাঠদান হতো, অন্যদিকে ইংরেজি ভাষা, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রীরামপুর কলেজের অন্যতম গুরুত্ব ছিল এর **উদার শিক্ষানীতি**। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত, যা সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রগতিশীল পদক্ষেপ ছিল। এই কলেজ উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করে।

এছাড়া শ্রীরামপুর কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

গঠনে এই কলেজের শিক্ষাদর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা বাংলার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

---

৩. বাংলা ভাষা ও শিক্ষার বিকাশে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

উত্তর :
বাংলা ভাষা ও শিক্ষার বিকাশে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। তাঁদের অন্যতম প্রধান অবদান হলো **মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার**। সেই সময়ে যখন শিক্ষা প্রধানত সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষাকেন্দ্রিক ছিল, তখন তাঁরা বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, অভিধান ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটে এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। উইলিয়াম কেরির ভাষাগত অবদান বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাঁদের অনুবাদ কার্যক্রম ও মুদ্রণ উদ্যোগ বাংলা ভাষাকে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী করে তোলে। এর ফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে রাজা রামমোহন রায়সহ অন্যান্য সমাজসংস্কারকরা বাংলা ভাষায় শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের কাজে উৎসাহিত হন। এইভাবে শ্রীরামপুর ত্রয়ী বাংলা ভাষা ও শিক্ষার বিকাশে এক স্থায়ী ও ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন।